Ekushe Academy Australia Inc.

(INC9877078; ABN 85 801 514 085)

PO Box 1372 Ashfield
NSW 1800 AUSTRALIA

‘একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া’র অগ্রগতি বিষয়ক
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মহান ভাষা সৈনিকদের আত্মত্যাগকে বিশ্বব্যাপী মহীয়াণ করে তোলা প্রবাসে বাংলা ভাষা চর্চা ও লালনসহ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্বকে সকল ভাষাভাষির কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ’একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া’ দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়ার বহুজাতিক সমাজে মাতৃভাষা সংরক্ষণ বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অষ্ট্রেলিয়ার সরকারের গৃহীত সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সংরক্ষণের নীতির সাথে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্বের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করে ’একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া’ বাংলা ও বাঙ্গালির সর্বশ্রেষ্ঠ অহংকার ’একুশের চেতনা’কে সকল ভাষাভাষির মধ্যে পৌঁছে দেয়ার মত এক সুদুরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। এই পদক্ষেপকে সামনে রেখে ’একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া’ সকল ভাষাভাষির নিকট গ্রহনযোগ্য “Conserve Your Mother Language” শ্লোগানের মাধ্যমে সময় ও যুগোপযুগী আহ্বান জানিয়েছে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে একাডেমী একুশের শিক্ষাকে ভিন্ন ভাষাভাষির মধ্যে তাদের মাতৃভাষা চর্চা ও সংরক্ষণে উৎসাহিত করছে। সাথে সাথে বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালি জাতিকে বিশ্ব সমাজে একটি সম্মানজনক অবস্থানে প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে কাজ করে যাচ্ছে।

’একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া’ বিগত ১৯৯৮ সাল থেকে একুশের চেতনাকে লালন ও সম্প্রচারের লক্ষ্যে একুশে বইমেলার আয়োজন, মহান শহীদদের আত্মত্যাগ স্মরণে রক্তদান কর্মসূচী, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে ‘অষ্ট্রেলিয়া ক্লীনআপ ডে’ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে সকল বাঙ্গালি ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে একটি গণকল্যানমূখী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জাতিসংঘ কর্ত্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষনার পরিপ্রেক্ষিতে একাডেমী ধীরে ধীরে একুশে বইমেলার পরিধিকে বহু ভাষাভিত্তিক বইমেলায় রূপ দেয়া, অ্যাশফিল্ড পার্কে একটি স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠা এবং একুশের চেতনা ভিত্তিক একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে আসছে। এসকল কাজের ক্রম–সফলতার আলোকে এবং বহুভাষাভাষি সমাজে একুশের চেতনাকে সম্প্রসারিত করার সূবর্ণ সুযোগের যথার্ততা উপলব্ধি করে সময়ের তাগিদে ‘একুশে বইমেলা পরিষদ’ থেকে একুশে একাডেমী নামকরন করে সংগঠনের কর্ম পরিধিকে বিস্তৃত করা হয়েছে। একাডেমীর এই ব্যাপকতর কর্মকান্ডের মূল বিষয়টি হলো *প্রবাসে একুশের চেতনার লালনসহ জাতিসংঘ কর্ত্তৃক ’আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ ঘোষনার অন্তর্নিহিত বিষয়টিকে বিশ্বসমাজে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া*। একুশের চেতনার এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণে একাডেমী একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ করেছে। যার আলোকে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও অগ্রগতি সমূহ নিম্নরূপঃ

১.বায়ান্ন’র একুশের রাতে নির্মিত শহীদ মিণার মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে ভাষা আন্দোলনের শক্তিকে যেভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তরণে উজ্জীবিত করেছে এবং মাতৃভাষাকে সংরক্ষণ করেছে, ঠিক একই ভাবে একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একুশে একাডেমী সকল ভাষাভাষির কাছে একুশের চেতনার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। এই পদক্ষেপের সফলতা হিসেবে অ্যাশফিল্ড কাউন্সিলের সহায়তায় অ্যাশফিল্ড পার্কে নির্মিত হতে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রথম ’আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ’। এই স্মৃতিসৌধের শৈল্পিক পরিকল্পনার মূল ভিত্তিঃ ১৯৫২–এর চেতনা ও ঢাকা’র শহীদ মিণার; উদ্দেশ্যঃ মাতৃভাষা সংরক্ষণের দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণা; লক্ষ্যঃ বিশ্বের ৬০০ কোটি মানুষ। মূল স্তম্ভটির জন্য ব্যবহৃত হবে ভাষা শিক্ষার হাতেখড়ির প্রথম মাধ্যম ‘স্লেট পাথর’। যার পরিমাপ বিশেষভাবে অর্থবোধক এবং এর নির্মাণ বাজেট ধরা হয়েছে ৪০,০০০ ডলার। বাংলাদেশ সরকার কর্ত্তৃক ঘোষিত ১০,০০০ ডলার অনুদান ছাড়া বাকী ৩০,০০০ ডলার স্থানীয় বাঙ্গালিদের কাছ থেকেই যোগান পাব বলে আমরা বিশ্বাস করি। স্মৃতিসৌধের নক্সাটি জমাকৃত নক্সা সমূহের ভিত্তিতে একজন অভিজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ প্রকৌশলী–ব্যবস্থাপক–এর সাথে কয়েক দফায় আলোচনার ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে। স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজের জন্য অ্যাশফিল্ড কাউন্সিলের সহায়তায় একজন বিখ্যাত মেমোরিয়াল–নির্মাণ শিল্পীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, নির্মাণ কাজে যাবতীয় অর্থ অ্যাশফিল্ড কাউন্সিলের মাধ্যমে ব্যয় করা হবে।

Ekushe Academy Australia Inc.

(INC9877078; ABN 85 801 514 085)

PO Box 1372 Ashfield
NSW 1800 AUSTRALIA

২.প্রবাসে বাংলা ভাষার চর্চা, লালন, সংরক্ষণসহ একুশের চেতনাকে সকল ভাষাভাষির কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে একুশে একাডেমী একটি বাস্তবসম্মত লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে বিগত প্রায় দুই বছর যাবত একটি বাংলা স্কুল পরিচালনার পাশাপাশি লাইব্রেরী Service দিয়ে আসছে। একুশের চেতনা ভিত্তিক লাইব্রেরী Service এর অংশ হিসেবে একুশে একাডেমী NSW Public Library System এ **"একুশে কর্নার"** নামাকরণে একটি যুগোপযুগী Concept সংযুক্তকরনের জন্য NSW State Library Multicultural Division-এ প্রস্তাব করেছে। এই প্রস্তাবনার স্বীকৃতি হিসেবে NSW State Library একাডেমী'র সাথে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়ণেব প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে Ashfield Public Library-তে একটি Trial Project শুরু করেছে। এছাড়াও NSW State Library কর্তৃক প্রকাশিত BookMark-এ "বাংলা" শব্দটি সংযোজনসহ বাংলায় প্রচারপত্র প্রকাশের নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, একাডেমী মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও লালনসহ একুশের চেতনার সম্প্রচার ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী Service প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলা একাডেমী, NSW State Library-সহ স্থানীয় লাইব্রেরীর সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

৩.আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, 'একুশে ফেব্রুয়ারী' কে অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় Event List–এ অন্ত র্ভূক্তিসহ সরকারীভাবে উদ্‌যাপনের উদ্যোগের সফলতা হিসেবে দিনটি উদ্‌যাপনের জন্য Ashfield Council এর পক্ষ থেকে মৌখিক আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় State MP কর্তৃক সংস্লিষ্ট দফতরে লিখিত আবেদন ও Federal MP কর্তৃক বিষয়টি পার্লামেন্টে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। দুই জন Federal MP তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় সকল স্কুল সমূহে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য্য ও গুরুত্বের ব্যাখ্যাসহ মাতৃভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত Leaflet বিলি করার অঙ্গীকার করেছেন।

4. একুশে একাডেমী "Conserve Your Mother Language" শ্লোগানকে সামনে রেখে উল্লেখিত কার্যক্রমে সকল মহলের সামগ্রীক সমর্থন, সহযোগিতা ও পরামর্শ পেয়ে আসছে। বিশেষভাবে সকল বাঙ্গালি, Ashfield Council, State Library, State and Federal MP-দের উৎসাহ একাডেমীর কাজকে ক্রমান্বয়ে গতিশীল করে তুলেছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, একাডেমীর "Mother Language Conservation" উদ্যোগের সফলতা কামনা করে ইতিমধ্যেই জাতিসংঘের মহাসচিব Mr Kofi Annan -এর পক্ষে লেখা হয়েছে "*We encouraged by your contribution to promote language, culture and heritage*" এবং মাননীয় গভর্নর জেনারেল–এর দপ্তর থেকেও একই ভাবে জানানো হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষা সংরক্ষণে একুশে একাডেমী যে যাত্রার সূচনা করেছে এবং যে সকল সাফল্য অর্জন করেছে তা সামগ্রীকভাবেই সকল বাঙ্গালির তথা মহান ভাষা আন্দোলন ও ভাষাসৈনিকদের প্রতি নিবেদিত। বাঙ্গালিকেই বিশ্বব্যাপী মাতৃভাষা সংরক্ষণের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে একুশের অহংকারকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে সকলের অংশগ্রহনের মাধ্যমে *১৯/২/০৬–এ* একুশে বইমেলা ও স্মৃতিসৌধের শুভ উন্মোচনের প্রস্তুতি চলছে।

একুশে একাডেমী দৃঢ়ভাবে মনে করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য্য ও গুরুত্বকে সামনে রেখে বাঙ্গালীর একুশের চেতনাকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার এ দীর্ঘ যাত্রায় দল মতের উর্দ্ধে উঠে সকলকে নিয়ে একসাথে কাজ করা সবচাইতে জরুরী। তাই 'একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া'র পক্ষ থেকে আমরা সকল দ্বিধা, সংকোচ ও মতভেদ কাটিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠায় সকলের গঠনমূলক ও আর্থিক সহযোগিতার জন্য বিনয়াবনত ভাবে আহ্বান জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে

নির্মল পাল
সভাপতি
ph:0403 112 023 (nirmalpaul@optusnet.com.au)

ডঃ সুলতান মাহমুদ
সাধারণ সম্পাদক
ph:0421 894 229 (sharmeen@aapt.net.au)